সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে নিস্তার করলেন

(The Lord Saved Israel)

১ শমূয়েল ১৪ অধ্যায় ১৬-২৩

শক্তিশালী পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শৌল যদিও মোটেই আগ্রহী ছিল না, কিন্তু তার পুত্র যোনাথন তার অস্ত্রবাহককে সঙ্গে নিয়ে কেবল ঈশ্বরের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে মিক্‌মসে পলেষ্টীয়রা যে বিশাল সৈন্যদল সমবেত করেছিল, তার কাছাকাছি অল্পসংখ্যক পলেষ্টীয় প্রহরীদলকে আক্রমণ করল। কারণ শৌল যদিও পলেষ্টীয়দের সঙ্গে সমস্যা তৈরী করতে চায়নি, কিন্তু যোনাথন ইস্রায়েলের উপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে পলেষ্টীয়দের আধিপত্য সহ্য করতে পারেনি। (১) এই সময় ইস্রায়েলের মাটির উপর পলেষ্টীয় সৈন্যদলের বিভিন্ন প্রহরিদল সর্বদা পাহাড়া দিত (১০:৫; ১৩:৩; ১৪:১, ৪)। (২) লোহার তৈরী অস্ত্র থেকে ইস্রায়েলীয়দের দূরে রাখা হয়েছিল। ইস্রায়েলীয়দের লোহার অস্ত্র তৈরী করতে দেওয়া হত না, এমনকী, কৃষিকাজের জন্যও যে সমস্ত লোহার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হত, সেগুলিকেও অনেক বেশি পারিশ্রমিক দিয়ে পলেষ্টীয়দের দ্বারা ধার দিতে হত (১৩:১৯-২১)। (৩) পলেষ্টীয়দের শিবির থেকে ৩ দল বিনাশক সৈন্য বের হয়ে ইস্রায়েলের বিভিন্ন গ্রামে ও নগরে লুঠ চালাচ্ছিল (১৩:১৭-১৮)। ৩০ হাজার রথ, ৬ হাজার অশ্বারোহী ও সমুদ্রের বালির ন্যায় পদাতিকের যে পলেষ্টীয় সৈন্যদল মিক্‌মসে শিবির স্থাপন করেছিল (১৩:৫), তা দেখে শৌল ভয় পেলেও যোনাথন কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতায় আস্থা রেখেছিল। আর তাই সে তার অস্ত্রবাহককে এমন কথা বলেছিল, *"অনেকের দ্বারা হোক, বা অল্পের দ্বারা হোক, নিস্তার করতে সদাপ্রভুর কোনও প্রতিবন্ধক নেই"* (১৪:৬)।

এইভাবে, ঈশ্বরের ক্ষমতায় আস্থা রেখে অস্ত্রবাহককে সঙ্গে নিয়ে যোনাথন যখন মিক্‌মসের কাছে পলেষ্টীয় সৈন্যদের সেই ছোট প্রহরীদলকে আক্রমণ করে, ঈশ্বর তখন তাদের হাতে ২০ জন পলেষ্টীয়কে বধ করেন। আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি, সেদিন এই ঘটনার কথা মিক্‌মসে পলেষ্টীয়দের প্রধান শিবিরে যখন পৌঁছেছিল, তখন তারা রণহুঙ্কার ছেড়ে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিল। বিনাশক সৈন্যদল ও মিক্‌মসে অপেক্ষারত রথ ও অশ্বারোহীসহ সমুদ্রের বালির ন্যায় সৈন্যদল একযোগে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিল। এইভাবে, তারা যখন ছুটেছিল, তখন ঈশ্বর তাদের মধ্যে ভূমিকম্প উপস্থিত করলেন (১৪:১৫)। ফলস্বরূপ, পলেষ্টীয়দের শিবিরমধ্যে, ক্ষেত্রে, ও সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কম্প উপস্থিত হল। ধরা যেতে পারে, সেদিন কী ঘটেছিল। ভূমিকম্পে যখন মাটিতে ফাটল ধরেছিল, তখন সমস্ত রথের চাকা সেই ফাটলে আটকে গিয়েছিল; অশ্বারোহীদের ঘোড়ারা এই প্রাকৃতিক দূর্যোগ দেখে এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করেছিল, অনেকে হয়ত গর্তে পতিত হয়েছিল; অন্যদিকে, পদাতিকেরা যখন ভূমিকম্পে মাটিতে পতিত হচ্ছিল, তখন তাদের অস্ত্র তাদের সামনের সৈন্যদের পিছনে আঘাত করায়, তাদের শত্রু জ্ঞান করে, একে অন্যকে হত্যা করতে শুরু করেছিল। তাই ১৪:২০ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, *"আর দেখ, প্রত্যেক জনের খড়্গ তার বন্ধুর প্রতিকূল হওয়াতে অতিশয় কোলাহল হচ্ছিল।"* যাইহোক, ভূমিকম্পের ফলে সেদিন ফিলিস্তিনী সৈন্যদের মধ্যে যে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল, তাতেই তারা একে-অন্যকে হত্যা করতে ও পালাতে বাধ্য হয়।

১৬ পদে বলা হয়েছে, *"তখন বিন্যামীনের গিবিয়াতে স্থিত শৌলের প্রহরিরা চেয়ে দেখল; আর দেখ, লোকের ভিড় ভেঙ্গে গেল, তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল।"* এখানে *"লোকের ভিড়"* বলতে সমুদ্রের বালির ন্যায় অসংখ্য পলেষ্টীয় পদাতিক সৈন্যদের নির্দেশ করা হয়েছে, যারা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে মিক্‌মসে সমবেত হয়েছিল। এখন, পলেষ্টীয় সৈন্যদের এইভাবে ছিন্নভিন্ন হতে দেখে শৌলের সঙ্গে যে ৬০০ জন ইস্রায়েলীয় গিবিয়াতে অবস্থান করছিল, তারা উপলব্ধি করল যে, নিশ্চয় কোনও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে।

এই পরিস্থিতিতে শৌল তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ গ্রহণ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করে, কিন্তু তার সেই পদক্ষেপ আমাদের অবাক করে। যদিও শৌলের উচিৎ ছিল, সেই পরিস্থিতির সুযোগকে গ্রহণ করে, পলেষ্টীয়দের উপর অবিলম্বে ঝাঁপিয়ে পড়া; কিন্তু শৌল তার পরিবর্তে, তাদের মধ্যে থেকে কে বাইরে গেছে, তাকে খুঁজে বের করতে আদেশ দিল: ***"তখন শৌল নিজের সঙ্গীদের বলল, একবার লোক গণনা করে দেখ, আমাদের মধ্য থেকে কে গেছে?"*** (১৪:১৭ক)। ধরা যেতে পারে, লোক গণনা করতে বলেও শৌল মনে মনে কী আশঙ্কা করেছিল। শৌল যে আশঙ্কা করেছিল, সেই ঘটনাই ঘটেছে: শৌল-পুত্র যোনাথন আবার সমস্যা তৈরী করেছে। ১৭ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, ***"পরে তারা লোকদের গণনা করল, আর দেখ, যোনাথন ও তার অস্ত্রবাহক সেখানে নেই।"*** আমরা যদি শৌলের দৃষ্টিকোন্ থেকে এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করি, তাহলে দেখতে পাই যে, পলেষ্টীয়দের সঙ্গে ইস্রায়েলীয়দের সমস্ত বিষয় সুন্দরভাবেই চলছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না যোনাথন গেবাতে স্থিত পলেষ্টীয় প্রহরিদলকে আক্রমণ করেছিল (১৩:৩)। মিক্‌মসে পলেষ্টীয়দের যে বিশাল সৈন্যদল শিবির স্থাপন করেছে, তা যোনাথনের হঠকারিতারই পরিণাম। যাইহোক, এই দুই সৈন্যদলের শিবির যদিও মিক্‌মসে ও গিবিয়াতে অবস্থান করছিল, তথাপি শৌল তাদের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধকে এড়াতে সফল হয়েছিল; আর তাই বেদানা বৃক্ষের তলে সে বিশ্রাম নিতে পেরেছিল (১৪:২)। কিন্তু পিতার সেই বিশ্রামকে যোনাথন সহ্য করতে পারেনি, পলেষ্টীয়দের সঙ্গে নতুন করে সমস্যা তৈরী করেছে। হ্যাঁ, যে যোনাথন ছিল শৌলের মাথা ব্যথার কারণ, সে-ই এবারেও সমস্ত সমস্যার নাটের গুরু। কিন্তু এ হল, শৌলের দৃষ্টিকোন্ থেকে যোনাথনের আচরণের ব্যাখ্যা। কিন্তু ইস্রায়েলের কাছে যোনাথন কি সত্যই সমস্যা, না-কি, সে সমস্যার সমাধানকারী? আমরা যারা নিজেদেরকে শৌলের ন্যায় পরিবেশ ও পরিস্থিতির আপেক্ষিক নিরাপত্তা-বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই, যাদের কাছে ঈশ্বরের গৌরব বা তাঁর রাজ্য হল গৌণ বিষয়, তারা যোনাথনের আচরণের সমালোচনা করতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বরের রাজ্য ও ধার্মিকতা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা ঈশ্বরের অগৌরবকে মুখ বুঝে সহ্য করব না; যোনাথনের ন্যায় ঈশ্বরের ক্ষমতায় আস্থা রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

যাইহোক, শৌলের আপেক্ষিক নিরাপত্তায় ব্যঘাত সৃষ্টিকারী কে, তাকে খুঁজে বের করতে শৌল সবার আগে আদেশ দিয়েছিল। ধরা যেতে পারে, সেই কাজের জন্য যথেষ্ট সময় লেগেছিল। কারণ তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের দিনের ন্যায় উন্নত মানের না-হওয়ার কারণে, কে কোথায় কোন্ কাজে ব্যস্ত, তার পরিষ্কার ধারণা লাভ করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, শৌলের কাছে, তার নিরাপত্তা-হরণকারীকে চিহ্নিত করাটাই ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এইভাবে, যথেষ্ট সময়ের ব্যবহারে, যখন যোনাথন ও তার অস্ত্রবাহককে চিহ্নিত করা সম্ভব হল, তখন এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা জানতে শৌলের ইচ্ছা হল। এতদিন পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার কোনও ইচ্ছা যদিও শৌলের মধ্যে ছিল না; কিন্তু কেবল অস্ত্রবাহককে সঙ্গে নিয়ে পুত্র যোনাথনের অদৃশ্য হয়ে যাবার ঘটনায়, শৌল ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে আগ্রহী হয়েছে। হ্যাঁ, যোনাথনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই, শৌল জানতে চাইছে, সে তার সৈন্যদের নিয়ে পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবে কি-না? আর তাই সে যাজক অহিয়কে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার জন্য বলল। ১৮ পদে বলা হয়েছে, ***"তখন শৌল অহিয়কে বলল, ঈশ্বরের সিন্দুক এখানে আনো; কারণ সেদিনে ঈশ্বরের সিন্দুক ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে ছিল।"*** সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে যদিও শৌলের উচিৎ ছিল তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ, কিন্তু শৌল তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। যোনাথনের মতো ঈশ্বরের ইচ্ছা জেনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে, শৌল ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার কথা বলছে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার তেমন কোনও আগ্রহ শৌলের ছিল না। আসলে, শৌলের মধ্যে যে ইচ্ছাটা কাজ করছিল, তা হল, পলেষ্টীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। কিন্তু যোনাথনের আচরণ এমন পরিস্থিতি তৈরী করেছিল যে, শৌল নিজের সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে পলেষ্টীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই, ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার অজুহাত দেখিয়ে, শৌল আসলে নিজের ইচ্ছাই পূর্ণ করতে চেয়েছে। **আমরাও অনেক সময় নিজেদের ইচ্ছা পূর্ণ**

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করার জন্যই ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার অজুহাতকে ব্যবহার করে থাকি। সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে অতি ধার্মিক হয়ে উঠি। কখনও যারা বাইবেল পড়ি না, কোনও দিন যারা প্রার্থনা করি না; তারা অন্যদের কাছে বাইবেলপাঠ ও প্রার্থনার রোল মডেল হয়ে উঠি। (দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা করি না; যখন দাঁত থাকে না, তখন বুঝি)।

আজকের দিনের ন্যায় সেই সময় লিখিত আকারে ঈশ্বরের বাক্য সম্পূর্ণরূপে তাদের অধিকারে না থাকায়, পুরাতন নিয়মের সেই সময় ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার বিভিন্ন উপায় ছিল। অবশ্যই, ঈশ্বরের সত্য ভাববাদী এই সময় সরাসরি ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা জানাতে সক্ষম ছিল। কিন্তু শৌলের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার কারণে গিল্‌গলে শমূয়েল শৌলকে ত্যাগ করেছে (১৩:৮-১৪); আর তাই শমূয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার কোনও উপায় শৌলের নেই। কিন্তু ১৪:৩ পদে বলা হয়েছিল যে, শৌলের কাছে এফোদ বস্ত্রধারী যাজক অহিয় ছিল। গত সপ্তাহে আমরা শিখেছি যে, সেই এফোদের বুকপাটার সঙ্গে যে ছোট থলি সংযুক্ত থাকত, তার মধ্যে যে ঊরীম ও তুম্মীম (অভিশাপ ও সিদ্ধতা) থাকত, তাদের ব্যবহার করে বিভিন্ন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা সম্ভব ছিল। কিন্তু ১৮ পদে, ঈশ্বরের সিন্দুক আনবার কথা বলা হয়েছে। আমাদের কাছে আজ যে অনুবাদ বর্তমান, তা মূলতঃ ম্যাসোরেটিক পাণ্ডুলিপি *(Masoretic Text)* থেকে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু হিব্রু বাইবেলের যে গ্রিক অনুবাদ করা হয়েছিল, যা সেপ্টুয়াগিন্ট *(Septuagint)* নামে পরিচিত, সেখানে বলা হয়েছে, *"**তখন শৌল অহিয়কে বলল, এফোদ এখানে আনো; কারণ সেদিনে এফোদ ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে ছিল।**"* কয়েকটি কারণে সেপ্টুয়াগিন্টের অনুবাদকে সঠিক ধরা যেতে পারে: (১) এই সময় ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক কিরিয়ত-যিয়ারীমে অবস্থান করছিল (৭:১); ২শমূয়েল ৬ অধ্যায় অনুসারে, দাউদের দ্বারা জেরুশালেমে আনার দিন পর্যন্ত সেখানেই তা ছিল; মাত্র ৬০০ জনের শৌলের শিবিরে সেই নিয়ম-সিন্দুক নিয়ে আসার বিষয় চিন্তা করা সহজ কাজ ছিল না (কারণ এর আগে যুদ্ধক্ষেত্রে তা এনে যে কোনও লাভ হয়নি, তা তারা জানত)। অন্যদিকে, ১৪:৩ পদে, শৌলের শিবিরে, এফোদ পরিহিত অহিয়ের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। (২) আবার ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য বাইবেলে কোথাও নিয়ম-সিন্দুক ব্যবহারের কথা পাওয়া যায় না; পরিবর্তে, ঊরীম ও তুম্মীম সম্বলিত এফোদের ব্যবহারের কথা বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে (২৩:৯; ৩০:৭)। (৩) ১৯ পদে আবার শৌল যাজক অহিয়কে এমন কথা বলেছে, *"হাত টেনে (সরিয়ে) নেও" (Withdraw your hand)*। এই কথা থেকে ধরা যেতে পারে যে, যাজক অহিয় ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার জন্য ঊরীম ও তুম্মীম বের করার উদ্দেশ্যে তার এফোদের মধ্যে হাত দিয়েছিল; কিন্তু শৌলের চিন্তার তাৎক্ষণিক পরিবর্তন, তাকে সেখান থেকে হাত সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিল। অন্যদিকে, নিয়ম-সিন্দুক থেকে হাত সরিয়ে নেবার অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন।

যাইহোক, ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার কথা শৌল বললেও, যেহেতু সে বিষয়ে তার বিশেষ কোনও আগ্রহ ছিল না, পর মুহূর্তেই সে উপলব্ধি করেছিল যে, তা হল সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই, অবিশ্বাসের দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত শৌল যখন দেখতে পেল যে, পলেষ্টীয় সৈন্যদলের মধ্যে কোলাহল বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন সে অহিয় যাজককে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা থেকে নিবৃত্ত করল। ১৯ পদে বলা হয়েছে, *"**পরে যখন শৌল যাজকের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন পলেষ্টীয়দের সৈন্যমধ্যে উত্তর উত্তর কোলাহল বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাতে শৌল যাজককে বলল, হাত সরিয়ে নাও।**"* ঈশ্বরের ক্ষমতা সম্বন্ধে যখন আমাদের মধ্যে অবিশ্বাস বা সন্দেহ কাজ করে, তখন আমরা শৌলের ন্যায় আচরণ করতে বাধ্য হই। কোনও বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ করতে পারি না, মুহূর্তের মধ্যে চিন্তা ও আচরণের পরিবর্তন করে থাকি। যাকোব এদের সম্বন্ধে এমন কথা বলেছে, *"**কারণ যে সন্দেহ করে, সে বায়ুতাড়িত বিলোড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের তুল্য**"* (যাকোব ১:৬)।

অবশেষে, শৌল পলেষ্টীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হল। ২০ক পদে বলা হয়েছে, *"**আর শৌল ও তার সঙ্গী সমস্ত লোক সমাগত হয়ে যুদ্ধে গমন***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করল।'' কিন্তু কেবল শৌল ও তার সঙ্গী **ইস্রায়েলীয়রা** নয়, পলেষ্টীয় সৈন্যদলের সঙ্গে ইতিপূর্বে যোগদানকারী **ইব্রীয়রাও** পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে শৌল ও যোনাথনের সঙ্গে যোগ দিল (২১ পদ)। এই সময় ইস্রায়েলীয়রা যদিও নিজেদের সদাপ্রভুর দেওয়া নাম 'ইস্রায়েল' বলে অভিহিত করলেও, পরজাতীয়রা কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের 'ইব্রীয়' নামে অভিহিত করত। কেবল এই দুই দল নয়, পলেষ্টীয়দের বিশাল সৈন্যদল দেখে যে সমস্ত ইস্রায়েলীয় গুহাতে, ঝোপে, পাহাড়ে, দৃঢ় গৃহে ও গর্তে লুকিয়েছিল (১৩:৬), তারাও আত্মপ্রকাশ করল ও পলায়মান পলেষ্টীয়দের পিছু ধাওয়া করল (২২ পদ)। এইভাবে ৩ দলের ইস্রায়েলীয়রা পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এইভাবে, ইস্রায়েলীয়রা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতায় আস্থা রেখে যুদ্ধ করল, তারা জয় পেল।

কিন্তু এর অর্থ অর্থ এই নয় যে, সেদিন ইস্রায়েল নিজের শক্তিতে ও ক্ষমতায় এই জয় পেয়েছিল। লেখক পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই জয়, তথা পলেষ্টীয়দের অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার লাভ সেদিন সদাপ্রভুই দিয়েছিলেন। ২৩ পদে বলা হয়েছে, *''এই প্রকারে সদাপ্রভু ঐ দিনে ইস্রায়েলকে নিস্তার করলেন।''* এই কথার দ্বারা যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তা হল, শৌলের তৎপরতায় নয়, যোনাথনের বুদ্ধিমত্তায়ও নয়, কিন্তু কেবল ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতায় সেদিন ইস্রায়েল পলেষ্টীয়দের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছিল *(না শক্তিতে, না বুদ্ধিতে, কিন্তু তাঁর আত্মারই দ্বারা; কলকাতা মুক্তি পাবে, কলকাতা উদ্ধার পাবে, কলকাতা স্বাধীন হবে, কিন্তু তাঁর আত্মারই দ্বারা)*। সেদিন শৌল, যোনাথন, কিংবা ইস্রায়েলীয়দের সম্মিলিত সৈন্যদের আঘাতে যত পলেষ্টীয়ের মৃত্যু হয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশি পলেষ্টীয় একে-অন্যের অস্ত্রের দ্বারা হত হয়েছিল। সেই কথাই ২০খ পদে বলা হয়েছে, *''আর দেখ, প্রত্যেক জনের খড়্গ তার বন্ধুর প্রতিকূল হওয়াতে অতিশয় কোলাহল হচ্ছিল।''*

যাইহোক, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সেদিন পলেষ্টীয়রা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়নি, যুদ্ধ ক্রমশ চলবে; কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতায় আস্থা রেখে যোনাথনের দুঃসাহসিক অভিযান ইস্রায়েলের বিস্তৃর্ণ এলাকাকে (বৈৎ-আবনের পার পর্যন্ত) পলেষ্টীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করেছিল; পলেষ্টীয়রা পশ্চিম দিকে, মিক্‌মস থেকে আজালনের দিকে সরে গেছে। ১শমূয়েল ১৭ অধ্যায়ে, আমরা আবার এই সমস্ত পলেষ্টীয়দের দেখতে পাব, যারা পুনরায় গলিয়াৎ-এর নেতৃত্বে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এর থেকে আমরা যে সহজ শিক্ষা উপলব্ধি করি, তা হল, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা যেন আমাদের পার্থিব জীবনে সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও বাধ্যতায় জীবন যাপন করি। বিশ্বাসের একটি যুদ্ধে জয় লাভ করে, আমরা যেন আত্মতুষ্টিতে না ভুগি। তার পরিবর্তে, আমরা যেন সর্বদা সজাগ থাকি। কারণ পিতরের কথা মতো আমাদের *''বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাকে গ্রাস করবে, তার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে''* (১পিতর ৫:৮)। পাশাপাশি, আমরা যোনাথনের কাছ থেকে ঈশ্বর বিশ্বাসে সাহসের সঙ্গে সমস্যার মুকাবিলা করতে শিখি। আসুন, ঈশ্বর বিশ্বাসে আমরা প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাস-যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। দাউদের মতো আমরাও বলি, *''যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়ে যাবো, তখনও অমঙ্গলের ভয় করব না, কারণ তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, তোমার পাঁচনী ও তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা করে''* (গীত ২৩:৪)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com